আগাথা ক্রিস্টি'র 'অ্যান্ড দেন দেয়ার ওয়্যার নান' অবলম্বনে সম্পূর্ণ রঙিন কমিক্‌স

আগাথা ক্রিস্টি’র

‘অ্যান্ড দেন দেয়ার ওয়্যার নান’ অবলম্বনে

তারপর রইল না আর কেউ

চিত্রনাট্য

ফ্রাঁসোয়া রিভেয়ার

ছবি

ফ্রাঙ্ক লেকলার্ক

ভাষান্তর, অক্ষরবিন্যাস এবং সম্পাদনা

দেবাশীষ কর্মকার

১৯৩৮

বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ

প্রিয় লরেন্স,
অনেকদিন হয়ে গেল তোমার কোনও খবর নেই। একবার সৈন্য দ্বীপে ঘুরে যাও না। অনেক কথা আছে। তাছাড়া, জায়গাটাও খুব সুন্দর, চারিদিকে শুধু প্রকৃতির মনোরম শোভা ছড়িয়ে রয়েছে, রোঁদ পোহাতে পোহাতে পুরনো দিনের স্মৃতি তাজা করা যাবে'খন। সামনের সপ্তাহে প্যাডিংটন থেকে বারোটা চল্লিশের ট্রেনে করে চলে এসো। তোমাকে নিয়ে আসার জন্য ওকব্রিজে লোক পাঠিয়ে দেব।
ইতি তোমার,
কনস্ট্যান্স কালমিংটন
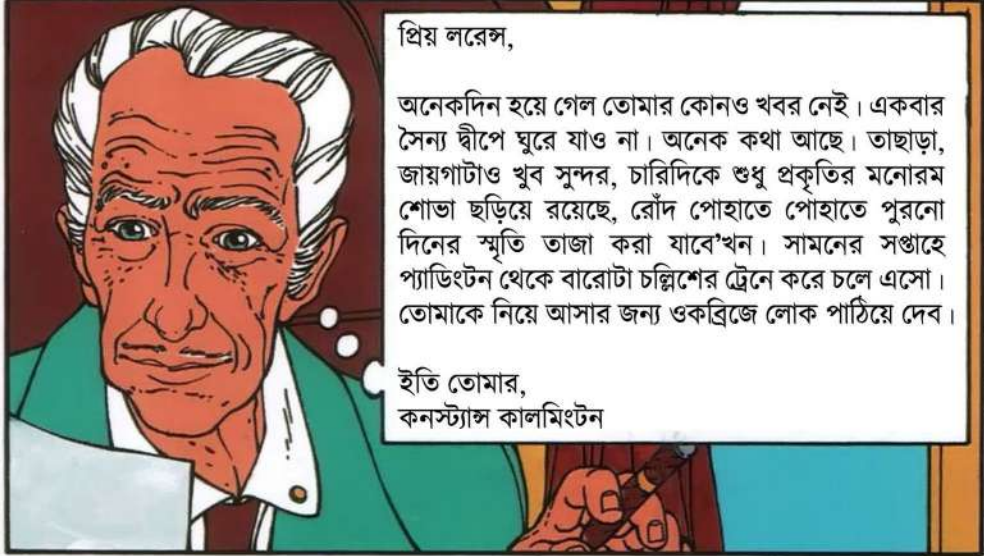
রহস্যময় সৈন্য দ্বীপ... লেডি কনস্ট্যান্সের পছন্দের তারিফ করতে হয়।

টিক

ভেরা ক্লেথর্ন
আধঘণ্টার মধ্যেই আমরা ওকব্রিজে পৌঁছে যাব, মিস।
ধন্যবাদ।

আহা! এজেন্সি থেকে আসা চিঠিটা...
মিস ভেরা ক্লেথর্ন
৩৩, হলবর্ন স্ট্রিট
লন্ডন
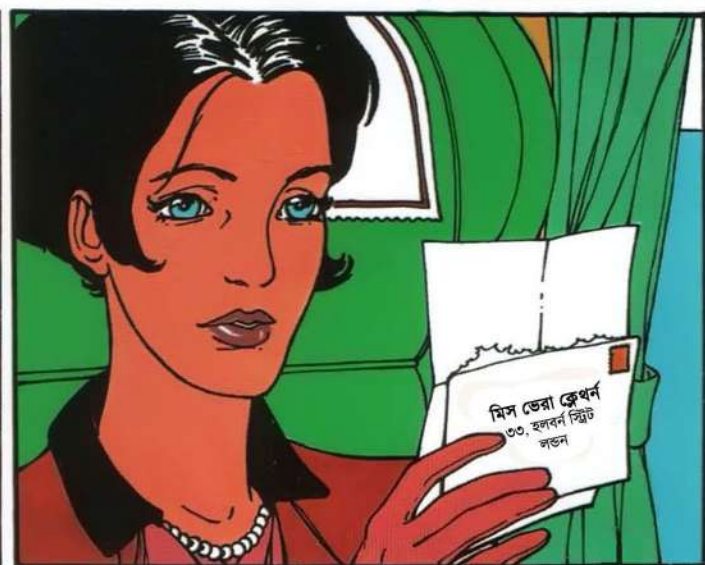
মিস ভেরা ক্লেথর্ন
৩৩, হলবর্ন স্ট্রিট
লন্ডন

সেক্রেটারির চাকরি... তোমার তো কপাল খুলে গেছে, মেয়ে! বিশেষ করে গরমের এই সময় সমুদ্রের ধারে একটা জায়গায়... এই ন্যান্সি ওয়েন দেখতে কেমন কে জানে? আর ওই চমৎকার সৈন্য দ্বীপ!

লোকটাকে দেখে অভিযাত্রী বলে মনে হচ্ছে...
মেয়েটা দেখতে বেশ তো— একটু দিদিমণি-দিদিমণি ভাব আছে কি? এর সাথে জমবে বেশ ভাল!

ফিলিপ লম্বার্ড
করছিটা কী আমি? কাজের দিকে ধ্যান দিতে হবে। কাজটা একটু অদ্ভুতই— একটা দ্বীপে এক সপ্তাহ কাটালে টাকা দেবে... কী যায় আসে তাতে? সৈন্য দ্বীপে সময়টা ভালই কাটবে বলে তো মনে হয়!

ট্রেনের ভেতরটা কী গরম রে বাবা! মনে হচ্ছে যেন অনন্তকাল ধরে চলছে...
শান্ত হোন! আর বেশি দেরি নেই। আপনি কি স্টিকেলহেভেনে ছুটি কাটাতে যাচ্ছেন, মিস?

হ্যাঁ, সৈন্য দ্বীপে। আমার পরিচিত একজনের ওখানে একটা বিলাসবহুল গেস্ট-হাউস আছে...
ওঃ! শুনেই রোমাঞ্চ হচ্ছে, তাই না, নিরো?

এমিলি ব্রেন্ট

জেনারেল ম্যাকআর্থার
জলদি করো, ছোঁড়া! ওকব্রিজের ট্রেনটা যেন হাতছাড়া না-হয়ে যায়!

ডক্টর আর্মস্ট্রং

আচ্ছা মুশকিল! হাঁদাটা আমায় রাস্তা থেকে নামিয়ে ছাড়বে দেখছি!
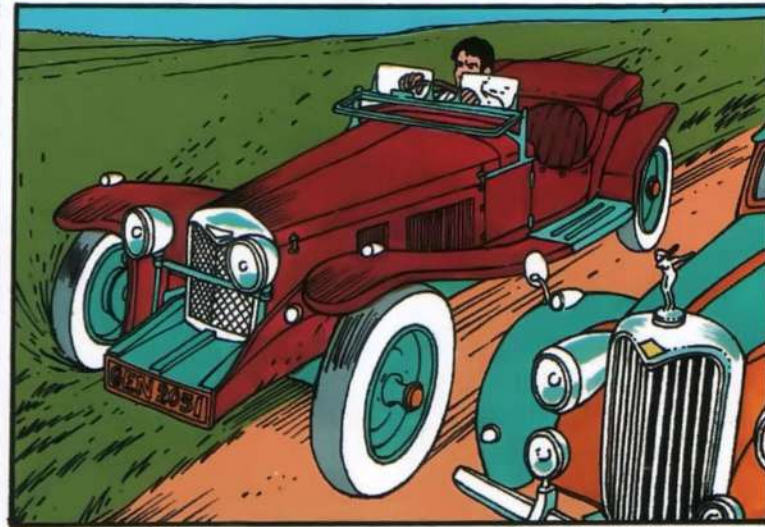
শেষমেশ! গরুর গাড়িগুলো রাস্তা না ছাড়লে মাথা গরম হয়ে যায়...
টনি মার্স্টন
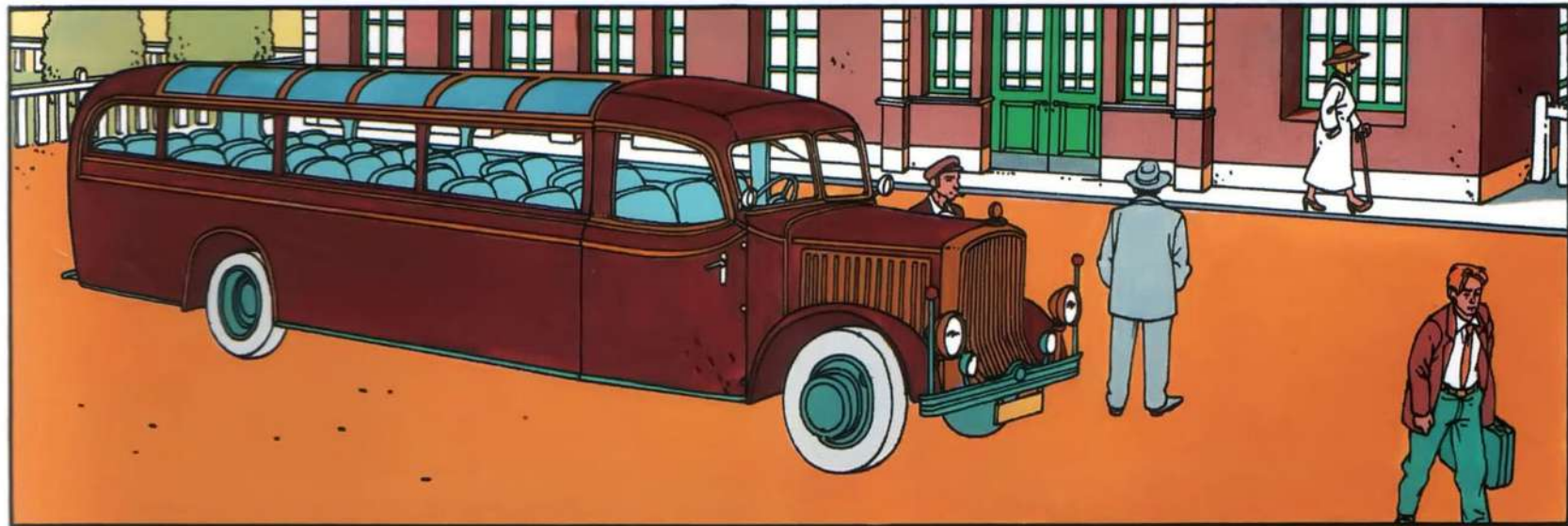
এই যে, মিস্টার ডেভিস। আপনি তো সৈন্য দ্বীপে যাচ্ছেন, তাই না?

উইলিয়াম ব্লোর
হ্যাঁ, ওই নোংরা পাথুরে, শঙ্খচিলে ভরা জায়গাটা! ছোটবেলায় একবার এখানে এসেছিলাম। এবার আরও সাতজন লোকের সাথে নেমন্তন্ন করেছে... মজার ব্যাপার, তাই না? এবার চলো, যাওয়া যাক!
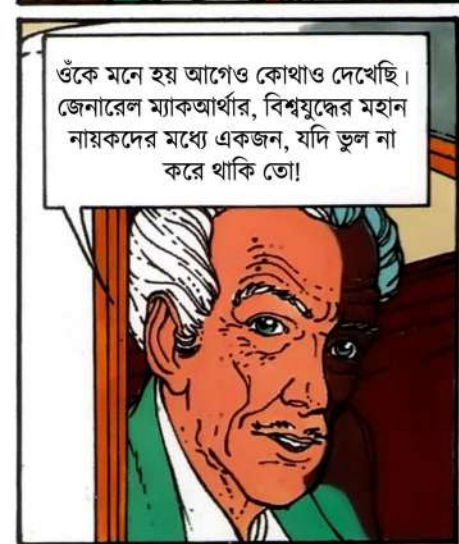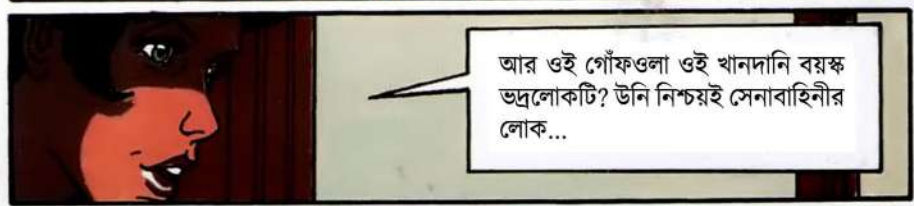
সৈন্য দ্বীপে যাত্রীরা, দয়া করে এদিকে আসুন!

তো, মিস ক্লেথর্ন, আপনাকে মিস্টার আর মিসেস ওয়েন সেক্রেটারি জন্য তলব করেছে...

ঠিকই বলেছেন, মিস্টার—
লম্বার্ড, ফিলিপ লম্বার্ড!

আমি কর্নওয়াল আর টোর্কে গেছি, কিন্তু এই দ্বীপে আমার এই প্রথমবার আসা। ভাগ্য ভালই বলতে হবে। লন্ডনে গরমকাল কাটানোটা বরাবরই খুবই অস্বস্তিদায়ক।

অন্য ট্যাক্সির ওই চিরকুমারীটিকে দেখেছেন? দেখে তো আমাদের নিমন্ত্রণ-কর্তার আয়া বলে মনে হচ্ছে!

আর ওই গোঁফওলা ওই খানদানি বয়স্ক ভদ্রলোকটি? উনি নিশ্চয়ই সেনাবাহিনীর লোক...

ওঁকে মনে হয় আগেও কোথাও দেখেছি। জেনারেল ম্যাকআর্থার, বিশ্বযুদ্ধের মহান নায়কদের মধ্যে একজন, যদি ভুল না করে থাকি তো!

সমুদ্র আজকে বেশ শান্তই আছে।
বাঁচা গেল! খুব তাড়াতাড়িই শরীর খারাপ হয়ে যায় আমার!

সবাই শুনুন... সৈন্য দ্বীপ
এসে গেছে!

আপনাদের নিমন্ত্রণ-কর্তা, মিস্টার এবং মিসেস ওয়েন,
অনিবার্য কারণবশত আজকে আসতে পারবেন না,
কাল আসবেন। আপনারা আপনাদের ঘরে যান,
আটটায় রাতের খাবার পরিবেশন করা হবে।
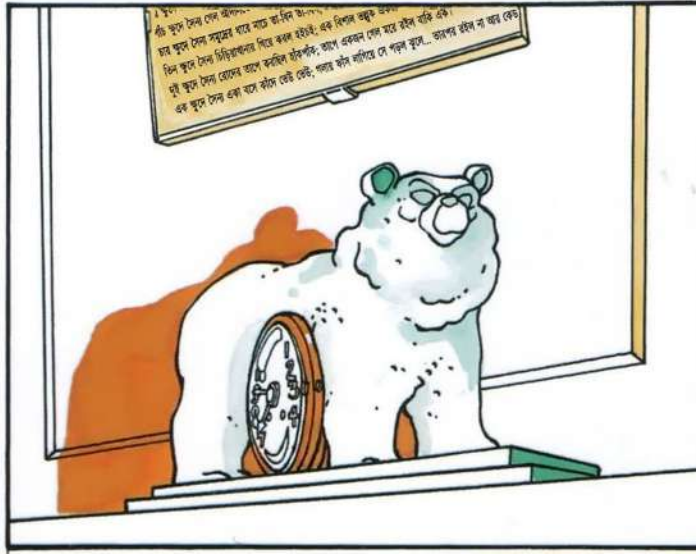
দশ ক্ষুদে সৈন্য গপগপিয়ে খাবার খায়; একজনের গেল দম আটকে, রইল বাকি নয়।
নয় ক্ষুদে সৈন্য ঘুমোতে গেল তাদের খাটে; একজনের ঘুম ভাঙল না আর, দাঁড়াল এসে আটে।
আট ক্ষুদে সৈন্য ঘুরতে গেল জলাতে; একজন রয়ে গেল সেখানে, দাঁড়াল এসে সাতে।
সাত ক্ষুদে সৈন্য গেল কাঠ কাটার আশায়; একজন নিজেকে ফেলল কেটে, রইল বাকি ছয়।
ছয় ক্ষুদে সৈন্য খেলছিল এক ভীমরুলের চাক নিয়ে; একজনকে ভীমরুল দিল কামড়ে, ঠেকল পাঁচে গিয়ে।
পাঁচ ক্ষুদে সৈন্য গেল আদালতে চাইতে বিচার; একজন পেল শাস্তি, রইল বাকি চার।
চার ক্ষুদে সৈন্য সমুদ্রের ধারে নাচে তা-ধিন তা-ধিন; একজন গেল ডুবে, রইল বাকি তিন।
তিন ক্ষুদে সৈন্য চিড়িয়াখানায় গিয়ে করল হইচই; এক বিশাল ভল্লুক একজনকে ধরল বাগিয়ে, রইল বাকি দুই।
দুই ক্ষুদে সৈন্য রোদের তাপে করছিল হাঁকপাঁক; তাপে একজন গেল মরে, রইল বাকি এক।
এক ক্ষুদে সৈন্য একা বসে কাঁদে ভেউ ভেউ; গলায় ফাঁস লাগিয়ে সে পড়ল ঝুলে... তারপর রইল না আর কেউ।

এই ছোট মূর্তিগুলো বেশ অদ্ভুত, তাই না?

সৈন্য— সৈন্য দ্বীপ? মনে হয়ে এখান থেকেই বুদ্ধিটা এসেছে!

কী অদ্ভুত! আমার ঘরের দেওয়ালে ছোটবেলাকার সেই দশ ক্ষুদে সৈন্যর ছড়াটা টাঙানো রয়েছে!

আমার ঘরেও আছে!
আমারও!

তাহলে সবার ঘরেই আছে। বেশ অদ্ভুত, তাই না?

একেবারে ছেলেমানুষি!

কারোর কি এটা মাথায় এসেছে? এই বাড়িতে আমরা দশজন আছি আর টেবিলে এখানে দশটা সৈন্যের পুতুল রাখা রয়েছে!

কী ভুতুড়ে ব্যাপার!

ভদ্রমহোদয়া এবং মহোদয়গণ! দয়া করে চুপ করুন!
আপনাদের এই সমস্ত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে: এডওয়ার্ড জর্জ আর্মস্ট্রং, ১৯৩৫'র ১৪ই মার্চ আপনার কারণে লুইজা মেরি ক্লীজ মারা যায়।
উইলিয়াম হেনরি ব্লোর, আপনাকে ১৯২৮'র ১০ই অক্টোবরের জেমস স্টিফেন ল্যান্ডোরের মৃত্যুর জন্য এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।
লেফটেন্যান্ট ফিলিপ লম্বার্ড, ১৯৩২'র ফেব্রুয়ারি মাসে আপনি একুশ জন আফ্রিকানকে হত্যা করেন।
অ্যান্থনি জেমস মার্স্টন, গত ১৪ই নভেম্বর আপনি জন আর লুসি কুম্বসকে খুন করেন।
লরেন্স জন ওয়ারগ্রেভ, ১৯৩০'র ১০ই জুন আপনি এডওয়ার্ড সেটনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেন।
জন গর্ডন ম্যাক-আর্থার, ১৯১৭'র ৪ঠা জানুয়ারি আপনি আপনার স্ত্রী'র প্রেমিক, আর্থার রিচমন্ডকে ইচ্ছাকৃত ভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেন।
থমাস আর এথেল রজার্স, ১৯২৯'র ৬ই মে তোমাদের জন্য জেনিফার ব্র্যাডি মারা গেছে।
ভেরা এলিজাবেথ ক্লেথর্ন, ১৯৩৫'র ১১ই আগস্ট আপনি সিরিল ওগুলভি হ্যামিল্টনকে খুন করেন।
এমিলি ক্যারোলিন ব্রেন্ট, ১৯৩১'র ৫ই নভেম্বর আপনার কারণে বেট্রিস টেলর মারা যায়।
কারাগারে বন্দি কয়েদিরা, আত্মপক্ষ সমর্থনে আপনাদের কিছু বলার আছে?

কিছু হয়নি। জ্ঞান হারিয়েছেন শুধু। ঠিক হয়ে যাবেন।
কথাগুলো কে বলছিল? কোথা থেকে বলছিল?
হচ্ছেটা কী এখানে? কোন ধরনের বাজে রসিকতা এটা?
গলার স্বরটা! মনে হচ্ছিল যেন আমাদের মধ্যে থেকেই বলছিল। যদি না...
দেখুন! একটা গ্রামোফোন!
দেখে মনে হচ্ছে কেউ আমাদের সাথে এমনিই মজা করছিল!
হুম, দেখে তো তা-ই মনে হচ্ছে...
এমনটা কেউ করতে পারেই-বা কী করে...? যত্তসব আজগুবি, নোংরা মিথ্যা...
গ্রামোফোনে রেকর্ডটা কে চালিয়েছিল?
আমি, স্যার। মিস্টার ওয়েন বলেছিলেন। ভেবেছিলাম এমনিই গান-বাজনার রেকর্ড হবে। আমি শুধু এটুকুই জানি...
রেকর্ডটার ওপরে কিছু লেখা আছে কি?
হাঃ! লেখা আছে 'বিদায় সঙ্গীত'!

যত্তসব উটকো-সুটকো ব্যাপার-স্যাপার! এই ওয়েন লোকটা, যে-ই হোক না কেন...
অনেক হয়েছে! কে এই মিস্টার ওয়েন?

সেটাই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। তার আগে, রজার্স, তোমার স্ত্রীকে নিয়ে ঘরে যাও। ওর বিশ্রামের দরকার...
আমিও তোমার সাথে যাই চলো। একটু ব্র্যান্ডি খাওয়ালেই চাঙ্গা হয়ে উঠবে।
আপনাদের কথা জানি না, কিন্তু মনে হয় আমাদের সবারই একটু গলা ভেজানোর দরকার আছে!

গলার স্বরটা আমাদের সবার নাম ধরে ডেকেছে। কিন্তু একজনকে "উইলিয়াম হেনরি ব্লোর" বলেছে। আমাদের মধ্যে ব্লোর নামে কেউ নেই। কিন্তু ডেভিসের নাম ডাকা হয়নি। এ-ব্যাপারে আপনি কী বলবেন, মিস্টার ডেভিস?

মনে হচ্ছে বেড়াল ঝুলি থেকে বেরিয়েই গেছে! স্বীকার করছি আমার নাম ডেভিস নয়। উইলিয়াম ব্লোর। মিস্টার ওয়েনের কথামতো আমি ডেভিস ছদ্মনামটা নিয়েছিলাম। উনি আমাকে ওঁর স্ত্রী'র গয়না পাহারা দিতে ভাড়া করেছিলেন!

মিস্টার ওয়েন তো বেশ গভীর জলের মাছ দেখছি!
এবার, রজার্স, আমাদের সব খুলে বলো তো। কে এই মিস্টার ওয়েন?

বলতে পারব না, স্যার। ওঁকে আমি দেখিইনি কখনও। আমি আর আমার স্ত্রী এক এজেন্সির মারফত এখানে কাজ পেয়েছি। আপনারা এখানে আসার আগে আমাদের কী কী ব্যবস্থা করে রাখতে হবে তা এই চিঠিতে লেখা আছে...

হুম... রিৎজ হোটেলের লেটার-হেডে টাইপ করা... সই রয়েছে ইউলিক নর্মান ওয়েন!
অদ্ভুত তো! আমি তো জানতাম নামটা উনা ন্যান্সি ওয়েন...!

ঠিকই বলেছেন, মিস ক্লেথর্ন। আমাদেরকে এখানে এক আস্ত উন্মাদ ডেকে নিয়ে এসেছে যে নিজেকে ইউ. এন. ওয়েন বলে! এক নাম না-জানা উন্মাদ!

ব্যাপারটা আরও একটু খতিয়ে দেখা যাক। আমার চিঠিটা আমাকে এক পুরনো বন্ধু লিখেছে, লেখা ছিল এই দ্বীপে এসে ওর সাথে কিছু সময় কাটিয়ে যাই। মনে হয় আপনারা সবাই-ই এরকমই কিছু লেখা চিঠি পেয়েছেন, বন্ধু, আত্মীয়, বা সহকর্মীরা পাঠিয়েছে? একটা ব্যাপার তো পরিষ্কার হয়ে গেছে— আমাদের নিমন্ত্রণ-কর্তা আমাদের সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে, যাতে করে ওই ভয়ঙ্কর দোষারোপগুলোর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

যত্তসব মিথ্যে কথা!
যত্তসব মিথ্যে আর আজগুবি কথা!

আমাকে এডওয়ার্ড সেটনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। বিচারের সময় ওর উকিল ওকে প্রায় বাঁচিয়েই ফেলেছিল, কিন্তু আমি জুরিদের বিশ্বাস করাই যে ও-ই খুনি, তাতে ওকে ফাঁসির সাজা দেওয়া হয়। আমি শুধু আমার কর্তব্য পালন করেছি, আর কিছুই না...

আমি একটি বাচ্চার দেখাশোনা করতাম— নাম সিরিল হ্যামিল্টন। ওর সাঁতার কাটা বারণ ছিল। কিন্তু একদিন, আমার ধ্যান অন্যদিকে থাকায়, ও পা পিছলে জলে পড়ে যায়। আমি সময়মতো ওর কাছে পৌঁছাতে পারিনি। ও ডুবে যায়। কিন্তু সেটা আমার দোষ ছিল না। আমাকে কোনওরকম দোষারোপ করা হয়নি— এমনকী ওর মা-ও আমাকে কোনও দোষ দেয়নি। এই অভিযোগের কোনও মাথামুন্ডুই নেই!

ওই অভিযোগগুলোর কোনও সারবত্তা নেই। আর্থার রিচমন্ড আমার এক অফিসার ছিল। আমি ওকে শত্রুদের ঘাঁটির খবরাখবর আনতে পাঠিয়েছিলাম, লড়াইয়ে ও মারা যায়। যুদ্ধের সময় এমন ঘটাটা খুবই স্বাভাবিক। আমাকে আমার স্ত্রী'র কলঙ্ক—ওর প্রেমিকের ব্যাপারে দোষারোপ করা হয়েছে!

ওই আফ্রিকানদের ব্যাপারটা— বলতেই হচ্ছে ঘটনাটা সত্যি! আমরা জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলাম। আমি খাবার নিয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে আসি। আমি নিরুপায় ছিলাম! জীবন-মরণের সঙ্কট এসে গিয়েছিল। জানি আমি কোনও মহৎ কাজ করিনি, কিন্তু একেই আত্মরক্ষা বলে। হ্যাঁ, আমি ওদেরকে মৃত্যুর মুখে ফেলে এসেছিলাম।

আমার এইমাত্র মনে পড়ল— জন আর লুসি কুম্বস মনে হয় কেমব্রিজের কাছে আমার গাড়িতে চাপা পড়েছিল। দুর্ভাগ্য যাকে বলে আরকি! আজকের দিনের গাড়িগুলো বানানোই হয় গতির জন্য, কিন্তু ইংল্যান্ডের রাস্তাগুলো একেবারে যাচ্ছেতাই। দুর্ঘটনা ছাড়া ওটা আর কিছুই ছিল না!

আমরা মিস ব্র্যাডির কাছে কাজ করতাম। এক রাতে উনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। সে-রাতে ঝড় হওয়ার কারণে টেলিফোন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, আমি তাই ঝড়ের মধ্যে হেঁটে ডাক্তার ডাকতে যাই। কিন্তু উনি খুব দেরি করে ফেলেন। মিস ব্র্যাডিকে বাঁচাতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম।

আর উনি তোমাদের কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বেশ মোটা পরিমাণে টাকা রেখে গেছেন, তাই না?

আমাকে একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতির কেস সমাধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ল্যান্ডোর পাহারাদারকে খুন করে আর আমার কথায় ওর সাজা হয়। পরে ও জেলে মারা যায়। আমি তো শুধু আমার দায়িত্ব পালন করছিলাম!

আমাকে একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতির কেস সমাধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ল্যান্ডোর পাহারাদারকে খুন করে আর আমার কথায় ওর সাজা হয়। পরে ও জেলে মারা যায়। আমি তো শুধু আমার দায়িত্ব পালন করছিলাম!

আমাকে একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতির কেস সমাধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ল্যান্ডোর পাহারাদারকে খুন করে আর আমার কথায় ওর সাজা হয়। পরে ও জেলে মারা যায়। আমি তো শুধু আমার দায়িত্ব পালন করছিলাম!
অসাধারণ! আমি বাদে এখানে সবাই-ই দেখছি আইন মান্যকারী শ্রদ্ধাশীল নাগরিক!
অসাধারণ! আমি বাদে এখানে সবাই-ই দেখছি আইন মান্যকারী শ্রদ্ধাশীল নাগরিক!
কেউ না, স্যার। কেউ-ই নেই।

জানি না আমাদের উন্মাদ নিমন্ত্রণ-কর্তা আমাদের সবাইকে কেন এখানে জড়ো করেছে। কিন্তু আমি বলছি আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যাওয়াটাই সবথেকে ভাল হবে!
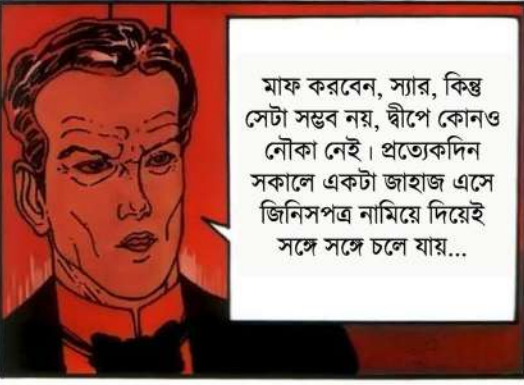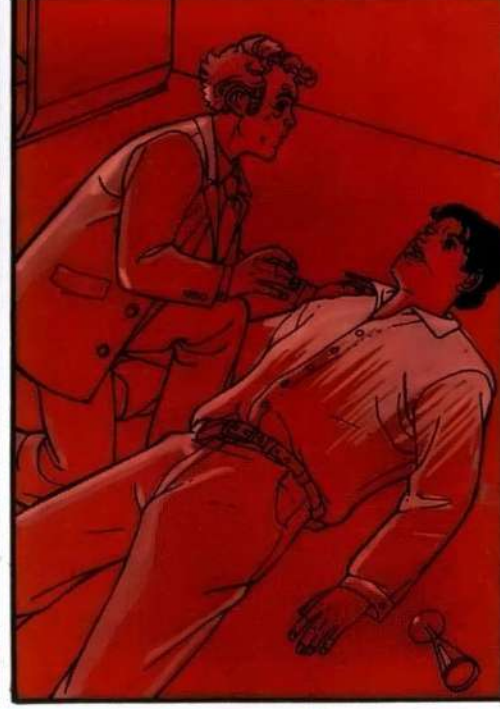
"দশ ক্ষুদে সৈন্য গপগপিয়ে খাবার খায়; একজনের গেল দম আটকে, রইল বাকি নয়।"
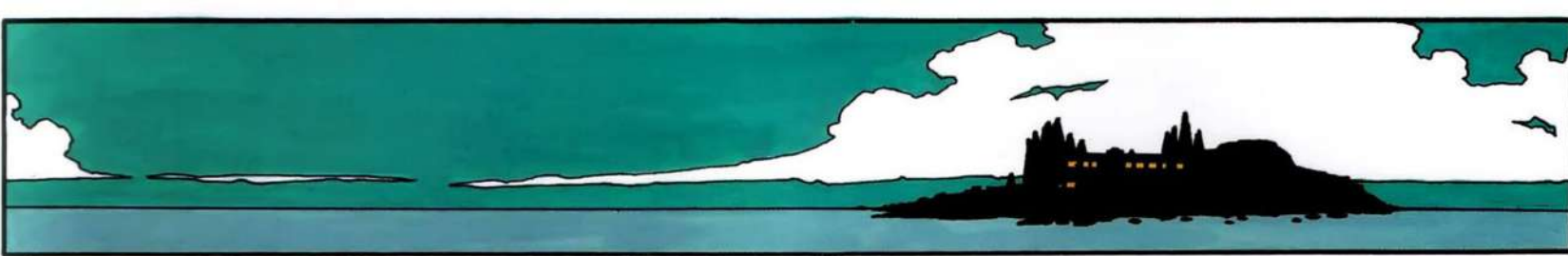
অদ্ভুত তো!
পরিষ্কার মনে আছে এখানে দশটা পুতুল ছিল...
তোমাকে আমি সত্যিই ভালবাসতাম, লেসলি...
কেন তুমি আর্থার রিচমন্ডের জন্য আমার সাথে প্রতারণা করেছিলে? ওকে যমের দুয়ারে পাঠিয়ে কোনও অনুশোচনা হয়নি আমার! কিন্তু এ তো অনেক আগের কথা— কেউ জানলই-বা কী করে?
মিস ব্রেন্ট... তা-ই হবে! ওই রেজিমেন্টে একটা ছোঁড়ার নাম ছিল ব্রেন্ট...
মিস ক্লেথর্ন! ওই পাথরটার ওখানে সাঁতার কেটে যাই...

"নয় ক্ষুদে সৈন্য ঘুমোতে গেল তাদের খাটে; একজনের ঘুম ভাঙল না আর, দাঁড়াল এসে আটে।"

প্রাতরাশের আগে আপনাদের দুঃসংবাদটা দেওয়া উচিত হবে না বলেই কিছু বলিনি— মিসেস রজার্স গত রাতে ঘুমের মধ্যে মারা গেছেন...

হে ভগবান! কী হচ্ছে এসব! এখানে আসার পর দু'-দুটো খুন হয়ে গেল...
দৈব বিচার... ওরা স্বামী-স্ত্রীতে মিলে এক বয়স্কা মহিলাকে খুন করেছিল!

মিসেস রজার্স কীভাবে মারা গেছে জানেন?
সেটা এমনি দেখে বলাটা অসম্ভব!

ওকে দেখে কেমন জানি লাগছিল, মনে হচ্ছিল যেন ও কোনও দোলাচলের মধ্যে ছিল।

যদি ওরা দু'জনে মিলে ওদের মালকিনকে খুন করে থাকে... আর, রজার্স ভয় পাচ্ছিল ওর স্ত্রী হয়তো মুখ খুলতে শুরু করবে... বুঝতে পারছেন তো?

এখনও বোটের কোনও পাত্তা নেই!
বোট আসবেও না...

আমার অনুমান, এটাও পরিকল্পনার অংশ— কেউ এই দ্বীপ থেকে জ্যান্ত ফিরতে পারবে না। শেষমেশ গিয়ে আমাদের একটু শান্তি মিলবে।

হে ঈশ্বর!

কী হয়েছে?

ওই সৈন্যর পুতুলগুলো...

এখন মাত্র আটটা রয়েছে! দুটো মৃত্যু— দুটো সৈন্যের পুতুল কম...

বোটটা এসে যদি আমাদের নিয়ে যেতে পারত!

গত রাতে আমি সবার সামনে কিছু বলতে চাইনি, কিন্তু ওই অভিযোগগুলো একটাও মিথ্যে নয়...

বেট্রিস টেলর আমার কাছে কাজ করত। ওর চরিত্রের ঠিক ছিল না— যেটা আমি অনেক পরে বুঝতে পারি। মেয়েটা গর্ভবতী হয়ে পড়ে! সেটা জানামাত্রই আমি ওকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিই, পরে ও নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে! এতে আমার কিছুই করার ছিল না— ওর পাপই ওকে ওর নিয়তির দিকে টেনে নিয়ে গেছে!

তো, এটাই সত্যি। আমাদের সবারই দোষে ভরা অতীত আছে...

মিসেস রজার্সের মৃত্যুটা হয়তো আমি মেনেও নিতাম যদি না মার্স্টন মারা যেত। বারো ঘণ্টার মধ্যে দু'-দুটো আত্মহত্যা? বেশ...

বেশ, কী?
আমার মুখ দিয়েই সেটা শুনতে চাইছেন কেন? এ তো পরিষ্কার— দু'জনেই এমন কারোর হাতে খুন হয়েছে, যার কিনা মাথার মধ্যে বিচারের ভূত কিলবিল করছে!
বিচারের ভূত?

আজ্ঞে হ্যাঁ! রজার্সের 'অপরাধ'-টার কথাই ধরা যাক! ওই বয়স্কা মহিলাকে ডাক্তার ডাকার আগেই যে ওরা মরে যেতে দেয়নি সেটা আমরা জানব কীভাবে? গত রাতের প্রতিটা অপরাধের অভিযোগগুলোর ক্ষেত্রেই আইন কিছুই করতে পারবে না। হত্যাগুলো একটাও অপরাধীদের প্রত্যক্ষ হাতে হয়নি বটে, কিন্তু তাদের বোকামো, কাপুরুষতা, লোভ বা হিংসার কারণে তো হয়েছে...

...আর ইউ.এন.ওয়েন, আমাদের 'অজ্ঞাত সৈন্য', আমাদের, মানে, 'ছোট্ট সৈন্যদের' অপরাধের শাস্তি দিতে চায়!

লোকটা একটা বদ্ধ উন্মাদ! কিন্তু রজার্স বলেছিল এই দ্বীপে শুধু আমরাই আছি। ওয়েন যদি এই মুহূর্তে দ্বীপের কোথাও লুকিয়ে ওর পরবর্তী শিকারের জন্য ওঁত পেতে থাকে তো, আমাদের তাহলে এই ফালতু দ্বীপটা ভাল করে খুঁজে দেখতে হবে!

আর কাউকে বলার দরকার নেই। দ্বীপটা খুব বেশি একটা বড় নয়— ওকে খুঁজে পেতে বেশি সময় লাগবে না! আর যখন খুঁজে পাব...!
লেসলিকে আমি ভালবাসতাম... খুব ভালবাসতাম...
আপনার স্ত্রী'র নাম কি লেসলি ছিল?
হ্যাঁ। সেজন্যই আমি ইচ্ছাকৃত ভাবে রিচমন্ডকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিই। মনে হয়, একদিক থেকে দেখলে এটা খুনই ছিল। কিন্তু তখন সেটা আমার মনে হয়নি। তার পরে, লেসলি মারা যাওয়ার পর আমি একদম একা হয়ে যাই... ডেভন সবসময়ই আমার পছন্দের জায়গা ছিল, কিন্তু কখনও ভাবিনি আমাকে এখানে মরতে হবে।
যখন সময় ঘনিয়ে আসবে, তখন দেখবেন আপনিও সেটা হাসিমুখে মেনে নিচ্ছেন...
কোনও কিছুর দায়ভার মুক্ত হওয়াটা সবথেকে বড় আশীর্বাদ... বেচারি লেসলি...
কী বলতে চাইছেন ঠিক বুঝতে পারছি না!
কাউকে খুঁজে পেলেন?
এখনও পর্যন্ত না... যত্তসব! কোনও গুহাও নেই যে সেখানে লুকিয়ে থাকবে। পুরো দ্বীপটা একেবারে ন্যাড়া— একমাত্র এই বাড়িটাই যা একা দাঁড়িয়ে আছে। আমরা ছাড়া এখানে আর কেউ নেই!
ডাক্তারবাবু, গত রাতে আপনি মিসেস রজার্সকে ঘুমের জন্য কিছু একটা দিয়েছিলেন। আশা করি সেটা নিশ্চয়ই বেশি মাত্রায় দিয়ে ফেলেননি? এমনটা হওয়াও তো সম্ভব, তাই না, যে আপনার ভুল হয়ে গেছে? যদি ওই গ্রামোফোন রেকর্ডের কথাগুলো বিশ্বাসযোগ্য হয়, তাহলে এমনটা তো আর প্রথম-বার হচ্ছে না...
শুনুন, ব্লোর! আমরা সবাই এখানে একটা ঘোরতর অবস্থায় আটকা পড়ে গেছি, আর সেজন্য আমাদের সবাইকে একসাথে থাকতে হবে। কাউকে দোষারোপ করার আগে ভেবে দেখবেন আমরাও আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারি কিন্তু!
কী জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, লম্বার্ড? আপনি যদি এখানে নিছক ঘুরতেই এসে থাকেন তাহলে সাথে করে রিভলবার নিয়ে এসেছেন কেন?
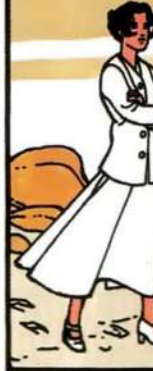
আমি বিপদের আশঙ্কা করেছিলাম। আসলে, আমাকে আপনাদের বেশিরভাগের মতো এখানে নিমন্ত্রণ করে ডাকা হয়নি। মরিস নামে একজন আমাকে টাকার বিনিময়ে এখানে এসে সবকিছু ভাল করে খুঁটিয়ে দেখার প্রস্তাব দিয়েছিল... অবশ্য, এখন দেখে মনে হচ্ছে ওই টাকার লোভ দেখিয়েই মিস্টার ওয়েন আমাকে আপনাদের বাকি সবার সাথে ফাঁদে ফেলেছে।
ঢং

কিছুক্ষণের মধ্যেই দুপুরের খাবার পরিবেশন করা হবে। কিন্তু... আপনারা কি কেউ জেনারেলকে দেখেছেন?
উনি সমুদ্রের দিকটায় গেছেন। হয়তো ঘণ্টার আওয়াজটা শুনতে পাননি। আমি দেখছি...

পরে...

জেনারেল ম্যাকআর্থার... মারা গেছেন!

"আট ক্ষুদে সৈন্য ঘুরতে গেল জলাতে; একজন রয়ে গেল সেখানে, দাঁড়াল এসে সাতে।"

মিস... আমি... আমি শুধু দেখতে এসেছিলাম...
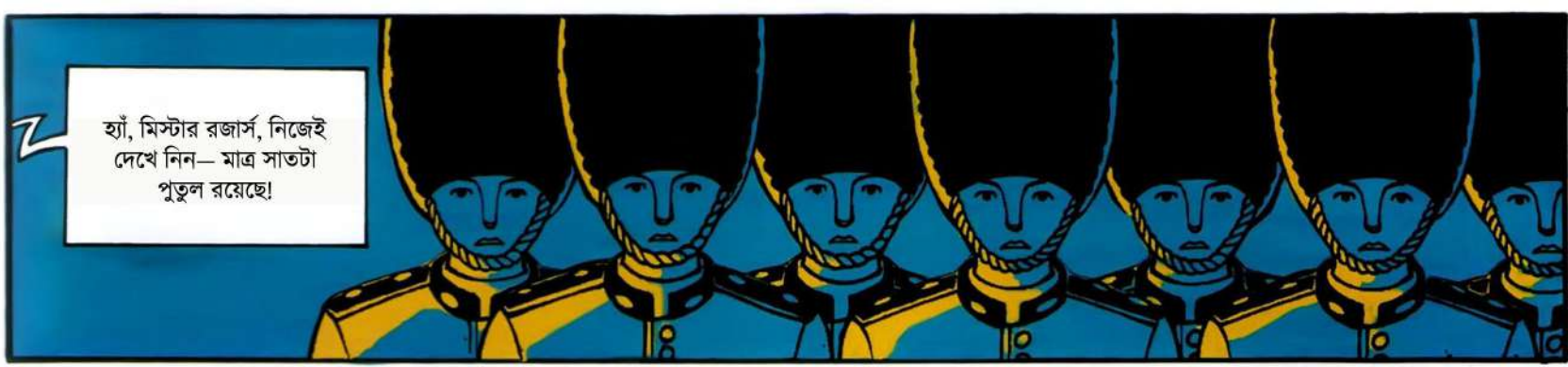
হ্যাঁ, মিস্টার রজার্স, নিজেই দেখে নিন— মাত্র সাতটা পুতুল রয়েছে!
ওঁর হার্ট অ্যাটাক হয়নি। জেনারেলকে ভারী কিছু দিয়ে পিছন দিক থেকে মাথায় আঘাত করা হয়েছে। এ পরিষ্কার খুন!
আজ সকালে, আমি দেখেছি আপনারা খুনির খোঁজে সারা দ্বীপটায় তল্লাশি চালিয়েছেন, আর আপনারাও আমার মতোই একই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন— এই দ্বীপে এমন একজন আছে যে নিজেই নিজেকে ন্যায়ের বিধাতা বলে মনে করে, যে কিনা আমাদের সবাইকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে— যার নাম হল মিস্টার ওয়েন!
কিন্তু আর্মস্ট্রং, লম্বার্ড আর আমি গোটা দ্বীপটা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি... আমি বলছি আপনাকে, এখানে আর কেউ নেই। কেউ না!
তাহলে এ তো জলের মতো পরিষ্কার, যে মিস্টার ওয়েন আমাদের মধ্যেই কেউ একজন!
ওঃ, না, না, না...
দশজনের মধ্যে কেউ যে গতকাল এই দ্বীপে এসেছে, যার মধ্যে তিনজনকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া যায়— খুন হওয়া তিনজন।
কথাটা বিশ্বাস করাটা বেশ কষ্টকর! কিন্তু আপনি বোধহয় ঠিকই বলছেন।
লম্বার্ডের কাছে একটা রিভলবার আছে। কাল রাতে উনি এই কথাটা চেপে গেছেন। উনি নিজেই সেটা স্বীকার করেছেন...
আমি আগেই এ-ব্যাপারে সবকিছু খুলে বলেছি। দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের সবারই অবস্থা এখন এক। এখন আমাদের সবকিছু খুলে বলাটাই একমাত্র উপায়। আর আমি মোটেই খুনি নই!
আমিও নই! আমি একজন সম্মানীয় ডাক্তার, আর...

আমিও একজন সম্মানীয় ব্যক্তি। কিন্তু এতে কিছুই প্রমাণ হয় না! ইতিহাস বলছে ডাক্তার আর বিচারপতিরা অতীতেও অনেক পাগলামির নিদর্শন দিয়েছে... পুলিশেরাও!

যাইহোক, আশা করি আপনারা এর মধ্যে থেকে মহিলা দু'জনকে বাদ দেবেন।

কেন? মহিলাদের কি কাউকে খুন করার মতো মানসিক বিকার থাকতে পারে না? একজন মহিলার পক্ষে এই তিনটে খুন করা কোনও ব্যাপারই নয়...

একটু শুনবেন, আপনাদের একটা কথা জিজ্ঞেস করার ছিল। কেউ কি জানেন বাথরুমের পর্দাটা কোথায় আছে?

এসব আবার কী আলতু-ফালতু বকছ, রজার্স?

পর্দাটা বাথরুমে নেই, স্যার— টকটকে লাল রঙের একটা পর্দা।

আমিও আমার ছাই রঙের উলের গোলাটা খুঁজে পাচ্ছি না।

তোমারও আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, ভাই! নেই তো কী হয়েছে? কোনও মাথামুন্ডু নেই এর— অবশ্য সবকিছুই তো কেমন তালগোল পাকিয়ে আছে। বাথরুমের পর্দা আর উলের গোলা দিয়ে তো আর কাউকে খুন করা যায় না! যান, এসব বাদ দিয়ে শুয়ে পড়ুন গিয়ে। সারাদিন অনেক ধকল গেছে।

ঘরের দরজা ভাল ভাবে বন্ধ করে শোবেন!

আর দরজার হাতলে একটা চেয়ার ঠেকা দিয়ে রাখবেন। অনেক উপায়েই বাইরে থেকে দরজা খোলা যায়...

শুভরাত্রি, আশা করি সবাই যেন সকাল পর্যন্ত অক্ষত থাকি!

ইয়ে, রজার্স কোথায়?
"সাত ক্ষুদে সৈন্য গেল কাঠ কাটার আশায়; একজন নিজেকে ফেলল কেটে, রইল বাকি ছয়।"
হে ঈশ্বর... ওই ছড়াটা! এই দ্বীপে কি ভীমরুল আছে? ছড়ার পরের ছন্দটা হল— "ছয় ক্ষুদে সৈন্য খেলছিল এক ভীমরুলের চাক নিয়ে"... আশ্চর্য! অদ্ভুত না?
শান্ত হোন! এমনিতেই আমরা যথেষ্ট বিপদে ফেঁসে আছি!
মাফ করবেন! মিস ব্রেন্ট আর আমি গিয়ে জলখাবার বানাচ্ছি...
বুড়ি মিস ব্রেন্ট তো দেখছি একেবারে বাতিকগ্রস্ত এক মহিলা। একেবারে গোঁড়া ধার্মিক। সারাক্ষণ শুধু ঘরে বসে বাইবেল জপে যাচ্ছে।
তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না, ব্লোর। কিন্তু আমি লক্ষ্য করছি আপনি আমাকে সন্দেহ করা বন্ধ করেছেন। মনে তো হয় না আপনার মধ্যে মিস্টার ওয়েন হওয়ার মতো যথেষ্ট কল্পনাশক্তি আছে। একটা কথা বলুন তো, ল্যান্ডোরের কেসে আপনার সাক্ষ্য-প্রমাণ মিথ্যে ছিল, তাই না? আমাকে বলতেই পারেন, আজ রাতটাই হয়তো আমাদের জীবনের শেষ রাত!

হ্যাঁ, ল্যান্ডোর নির্দোষ ছিল, কিন্তু ওর দলের লোকেরা ওকে দল থেকে ছেঁটে ফেলতে চাইছিল, আর ওকে ফাঁসানোর জন্য ওরা আমাকে ব্ল্যাকমেল করেছিল। ওকে আমি গরাদের পেছনে পাঠিয়েছিলাম— কিন্তু জানতাম না যে ও জেলের মধ্যেই মারা গেছে!

আফসোস করারই কথা। আগে যদি সেটা জানতেন, আপনি হয়তো আজ এখানে থাকতেন না— এক অসহায় লক্ষ্যবস্তু হয়ে থাকতেন না!
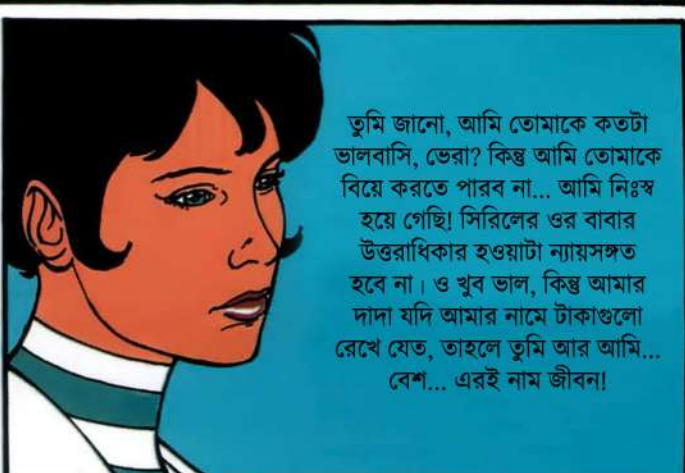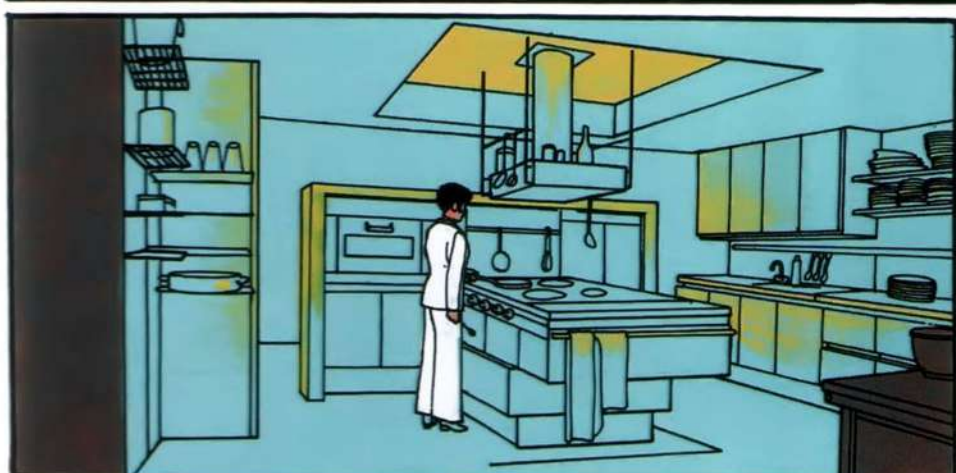
তুমি জানো, আমি তোমাকে কতটা ভালবাসি, ভেরা? কিন্তু আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারব না... আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি! সিরিলের ওর বাবার উত্তরাধিকার হওয়াটা ন্যায়সঙ্গত হবে না। ও খুব ভাল, কিন্তু আমার দাদা যদি আমার নামে টাকাগুলো রেখে যেত, তাহলে তুমি আর আমি... বেশ... এরই নাম জীবন!
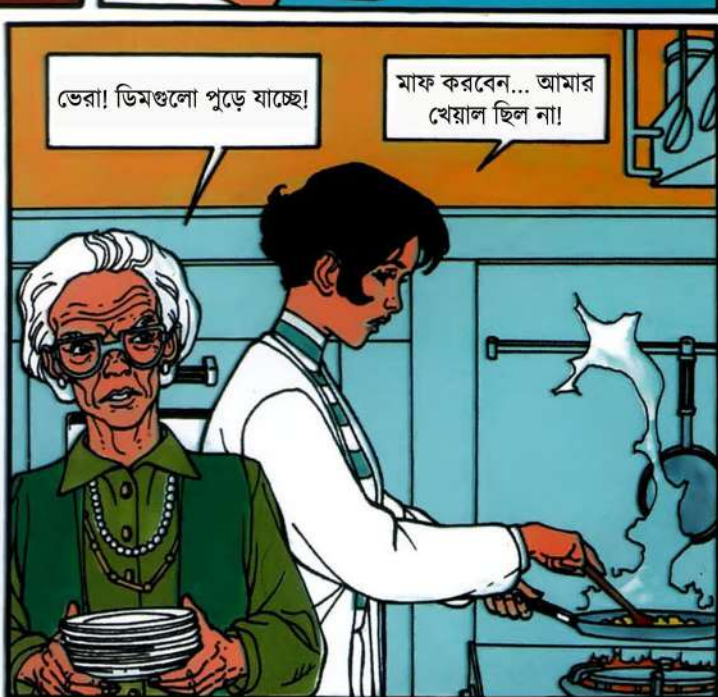
আমি এখনও জোর গলায় বলছি, ওই পাগলী বুড়িটাই খুনি। ওর প্ররোচনাতেই ওর চাকরানীটা আত্মহত্যা করেছিল... একেবারে নির্মম এক মহিলা!

উনি এখনও ডাইনিং-রুমেই বসে আছেন। চলুন, ওকে গিয়ে বলি উনি যেন আমাদের সাথে এসে বসেন।

আরও একজন নির্দোষ প্রমাণিত হল! কিন্তু অনেক দেরিতে!

টেবিলের ওপর দেখুন—একটা ভীমরুল!
আমাদের 'অজ্ঞাত সৈন্য' ছোটবেলার ছড়া খুব পছন্দ করে। মজার ছলে খুন করা দানব একটা!
এখানে সাথে করে কে সিরিঞ্জ নিয়ে এসেছেন?
আমি। একজন ডাক্তার হিসেবে আমি সবসময়ই সাথে সিরিঞ্জ সাথে রাখি।
কোথায় আছে ওটা?
এখানে... এ কী? সিরিঞ্জটা নেই!
এই ঘরে এখন আমরা পাঁচজন আছি। খুনি আমাদের মধ্যেই একজন!
আমার মনে হয় অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে তেমন জিনিসগুলো কোথাও তালাবন্ধ করে রাখাটাই ভাল হবে। ওষুধ, ছুরি— আর আপনার রিভলবার, লম্বার্ড।
অসম্ভব! আমি নিজেকে রক্ষা করার মতো অবস্থায় থাকতে চাই!
কিন্তু আপনি তো বেশ শক্তসমর্থ মানুষ। আর আপনাকে আক্রমণ করার মতো তো কিছুই রাখা হচ্ছে না...
ঠিক আছে! রিভলবারটা আমার ঘরে আছে...

রিভলবারটা কোথায় আছে জানি না, কিন্তু সিরিঞ্জটা কোথায় আছে সেটা খুব ভাল করেই জানি...
ডাইনিং-রুমের জানলা দিয়ে ফেলা হয়েছে— সাথে একটা সৈন্য পুতুলও আছে...

এখন থেকে সবার নিরাপত্তার খাতিরে আমাদের প্রত্যেকের প্রতিটা মুহূর্ত একসাথে থাকাটাই উচিত হবে। আর, খুব দরকার পড়লে এক বারে শুধুমাত্র একজনই দল ছেড়ে যেতে পারবে।

আমি যাব! আমার মাইগ্রেনের দোষ আছে। আমি স্নান করে আসছি...

"ওই পাথরটার ওখানে সাঁতার কেটে যাই, মিস ক্লেথর্ন?"
"ঠিক আছে, সিরিল... যত দূর চাও সাঁতার কেটে যাও..."

সমুদ্রের নোনা গন্ধ ভেসে আসছে! কেউ আমার ঘরে ঢুকেছে...

ইইইইক!!!

“পাঁচ ক্ষুদে সৈন্য গেল আদালতে চাইতে বিচার; একজন পেল শাস্তি, রইল বাকি চার।”

না! আমার দোষ ছিল না, হুগো! না!
কেউ নেই?! কিন্তু আমি তো আওয়াজ শুনলাম...
টক
টক
টক
আর্মস্ট্রং? ডক্টর আর্মস্ট্রং?
ব্লোর? কী হয়েছে?
আর্মস্ট্রং ওঁর ঘরে নেই!

ভেরা, আপনি ঘরে যান— আর আমি বা ব্লোর না ডাকলে দরজা খুলবেন না! ঠিক আছে?
ঠিক আছে!
রিভলবারটা খুঁজে পেয়েছি। আমার দেরাজেই ছিল। চলুন আর্মস্ট্রংকে খুঁজে বের করি!
"চার ক্ষুদে সৈন্য সমুদ্রের ধারে নাচে তা-ধিন তা-ধিন; একজন গেল ডুবে, রইল বাকি তিন।"
আর্মস্ট্রংকে কোথাও খুঁজে পাইনি— আর টেবিলে মাত্র তিনটে সৈন্য পুতুল আছে। দেখে মনে হচ্ছে আর্মস্ট্রংও মারা গেছে!
তাহলে ওঁর লাশটা কোথায়?
সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে!
কে ফেলেছে? আপনি? নাকি আমি?
ভাল কথা, আপনার রিভলবারটা ফেরত দিল কে? নাকি ওটা আপনার কাছেই ছিল? ব্যাপারটার তো কোনও ব্যাখ্যাই পাওয়া যাচ্ছে না!
বাচ্চাদের মতো ঝগড়া করা বন্ধ করুন! আপনারা কি ছড়াটার কথা ভুলে গেছেন? 'একজন গেল ডুবে'— এটাই সবথেকে বড় সূত্র! আর্মস্ট্রং এখনও এই দ্বীপেই আছে। একটা পুতুল সরিয়েছে, যাতে আমরা মনে করি ও মারা গেছে। ওর হঠাৎ করে উধাও হয়ে যাওয়া... যাতে মনে হয় ও ডুবে মারা গেছে...

আপনি ঠিকই বলেছেন। ওই ছড়াটার পরের ছন্দের মতো অন্তত এই দ্বীপে এই কোনও চিড়িয়াখানা নেই, সেটাই বাঁচোয়া...
আপনি কি কিছুই বুঝতে পারছেন না?
আমরাই তো জন্তুর মতো আচরণ করছি... আমরাই জায়গাটাকে চিড়িয়াখানা বানিয়ে ফেলেছি!
এখনও কোনও জাহাজের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না! বাড়িটাতে না ফিরে যাওয়াটাই ভাল হবে। খোলা জায়গায় বেশি নিরাপদ লাগছে!
মন্দ বলেননি। আমরা এখানেই থাকব!
কিন্তু অন্ধকার হয়ে গেলে তো ফিরতেই হবে। আর খেতেও যেতে হবে— দুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে গেছে!
আমার খাবারের দরকার নেই। কয়েকদিন না খেয়েও আমি অনায়াসে কাটিয়ে দিতে পারি।
আমিও। আর ওই টিনের খাবার মুখে তুলতে পারব না!
বেশ, আপনারা তাহলে এখানেই থাকুন। আমার দিনে তিনবার না খেলে চলে না।
আপনি ওর সাথে যান, ফিলিপ! এখানে আমার কিছু হবে না।
আমরা ঠিক করেছিলাম যে আমরা আলাদা হব না, কিন্তু আমি আপনার সাথে যেতে পারি, যদি আপনি চান তো...
না, আপনার আসার দরকার নেই। আপনি এখানেই থাকুন!
একা গিয়ে উনি একটু ঝুঁকি নিচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে না কি?
না। আর্মস্ট্রংয়ের কাছে কোনও অস্ত্র নেই। এমনিতেও ব্লোর আর্মস্ট্রংয়ের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী।

আপনার কি এমনটা মনে হচ্ছে না যে আমাদের ওপর সবসময় নজর রাখা হচ্ছে?
ওটা এমনিই মনের খটকা! যাইহোক, একজনের হাত থেকেই এখন বিপদের আশঙ্কা রয়েছে, সে হল ব্লোর। ব্যাটা আস্ত ধড়িবাজ একটা!

আপনার ওপর আমার বিশ্বাস আছে...
শুনে বিগলিত হলাম!
কিন্তু আমার মনে হয় আপনি মিছেই ব্লোরের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছেন। আমার এখনও মনে হয় আর্মস্ট্রংই আসল কালপ্রিট...

আপনি ওই বাচ্চাটাকে ডোবার হাত থেকে বাঁচাননি, তাই না?
না, মোটেই না...!

হ্যাঁ, আপনি তা-ই করেছিলেন! আর এতে একজন পুরুষের যোগসাজশও ছিল, তাই না?
হ্যাঁ। একজন ছিল... হুগো।

আওয়াজটা শুনলেন? এ তো কারোর আর্তনাদ মনে হচ্ছে!
আঁআঁআঁআঁআঁআঁআঁ

"তিন ক্ষুদে সৈন্য চিড়িয়াখানায় গিয়ে করল হইচই; এক বিশাল ভল্লুক একজনকে ধরল বাগিয়ে, রইল বাকি দুই।"

এবার তাহলে
আমাদের পালা!
সবকিছু এবার পরিষ্কার হয়ে গেছে—
আর্মস্ট্রং বাড়িটাতেই লুকিয়ে আছে!
চলুন, সমুদ্রের ধারে ফিরে যাই।
ওখানে ও যেদিক থেকেই আসুক
না কেন, সাফ দেখা যাবে!
আফসোস হচ্ছে এই যে আমরা বাথরুমেও
যেতে পারব না!
ওটা কী? দেখে তো কারোর
জামাকাপড় বলে মনে হচ্ছে!
ওটা কারোর জামাকাপড় নয়... একটা লোক!
কিন্তু কে?

তাহলে আর্মস্ট্রং মারা গেছে! তার মানে...
নড়বেন না, নাহলে আমি গুলি চালাব! এবার আমি সত্যিটা জানতে পেরেছি! সব শেষ হয়ে গেছে, বুঝতে পেরেছেন? আপনার খেল খতম!
শুনুন। বন্দুকটা এদিকে দিন! আমায় দিন বন্দুকটা!
দুম
দুম
দুম

“দুই ক্ষুদে সৈন্য রোদের তাপে করছিল হাঁকপাঁক; তাপে একজন গেল মরে, রইল বাকি এক।”

তোমরা সময়ের থেকে পিছিয়ে আছো, আমার ক্ষুদে বন্ধুরা।
তুমি আমার সাথে এসো, ক্ষুদে সোনা। আমরা জিতে গেছি, সোনা। আমরা জিতে গেছি— খুনি আমাদের কাবু করতে পারেনি! “এক ক্ষুদে সৈন্য একা বসে কাঁদে ভেউ ভেউ...” আর শেষে গিয়ে কী হয়...? ওঃ, হ্যাঁ! “গলায় ফাঁস লাগিয়ে সে পড়ল ঝুলে... তারপর রইল না আর কেউ!”

"তুমি যত দূর চাও সাঁতার কেটে যেতে পারো, সিরিল... এমনকী চাইলে আরও দূরে যেতে পারো।"

ওটা আমি তোমার জন্য করেছিলাম, হুগো... কেন তুমি আমাকে জোরাজুরি করেছিলে? কেন?

“এক ক্ষুদে সৈন্য একে বসে কাঁদে ভেউ ভেউ; গলায় ফাঁস লাগিয়ে সে পড়ল ঝুলে... তারপর রইল না আর কেউ।”

পুরো গল্পটাই অবিশ্বাস্য,
ইন্সপেক্টর মেইন!

একটা দ্বীপে দশজন লোক মারা গেল আর সেখানে কোনও চিহ্নই খুঁজে পাওয়া গেল না... এর তো মাথামুন্ডুই বোঝা যাচ্ছে না!
যদিও ঠিক এমনটাই ঘটেছে, স্যার থমাস!

কিন্তু কেউ তো ওদের খুন করেছে। প্রত্যেকেই বেশ ভয়াবহ ভাবে মারা গেছে... বিষ, গুলি, মাথার খুলি ফাটা, এমনকী একটা ফাঁসিও...

গোলমালের কথা এই যে, ওখানে একটা গ্রামোফোন রেকর্ড পাওয়া গেছে যাতে সবাইকে দোষারোপ করা হয়েছে— প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে খুন করার। দেখে মনে হয় খুনি ন্যায়ের পূজারী ছিল। ইউ. এন. ওয়েন যে কে সেটা কেউই বলতে পারেনি— অপরাধের ইতিহাসে ওয়েন সবথেকে গোলমেলে, রহস্যময় ব্যক্তি! এক চমকপ্রদ কৌশল অবলম্বন করে ও স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে বলা যায়, কিন্তু এর একটা-না-একটা ব্যাখ্যা তো আছেই...

নিহত ব্যক্তিদের লিখে যাওয়া দিনলিপি অনুযায়ী ইউ. এন. ওয়েন সৈন্য দ্বীপে কখনওই ছিলেন না। যদি থেকেও থাকেন, বোট ছাড়া ওই দ্বীপ ছেড়ে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। তো, এর একমাত্র সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হল ইউ. এন. ওয়েন ওই দশজনেরই একজন ছিলেন!

কেসটা আমরা প্রতিটা কোণ থেকে খুঁটিয়ে দেখেছি। নিহত ব্যক্তিদের বিভিন্ন লেখা আর ব্যক্তিগত ডায়েরি অনুযায়ী মৃত্যুগুলো এরকম ভাবে হয়েছে— মার্স্টন, মিসেস রজার্স, ম্যাকআর্থার, মিস্টার রজার্স, মিস ব্রেন্ট, ওয়ারগ্রেভ। ভেরা ক্লেথর্ন তাঁর ডায়েরিতে লিখে গেছেন— জাজ ওয়ারগ্রেভ মারা যাওয়ার পর আর্মস্ট্রংকে সেই রাতে আর বাড়িতে খুঁজে পাওয়া যায়নি, তারপর ব্লোর আর লম্বার্ডও নিখোঁজ হয়ে যান...

এসব কথা মাথায় রেখে বিচার করে দেখলে একটাই সমাধান সঙ্গত বলে মনে হয়। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে আর্মস্ট্রং ডুবে মারা গেছিলেন... আপনার কী মনে হয়, উনি ন'জনকে খুন করার পর পাগল হয়ে গিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন? নাকি সাঁতরে শহরের দিকে আসতে চেয়েছিলেন...?

কিন্তু এ-সম্ভাবনাও একটা জায়গায় এসে নাকচ হয়ে যায়। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ১৩ই আগস্ট ওই দ্বীপে পৌঁছায়। তাঁর রিপোর্ট অনুযায়ী ওখানকার সবাই অন্তত ছত্রিশ ঘণ্টা বা হয়তো তারও অনেক আগে মারা গেছিল...

উনি বলেন আর্মস্ট্রং আট থেকে দশ ঘণ্টা জলের মধ্যে ছিলেন। যার মানে দাঁড়ায় আর্মস্ট্রং ১০ কি ১১ই আগস্ট রাতে সমুদ্রে ডোবেন। কেননা জোয়ারের জল ওঁর লাশটা ১১ই আগস্ট ১১টার আশেপাশে সমুদ্রতটে এনে ফেলে। সেদিনকার ঝড়ের পর ওটাই সবথেকে বড় জোয়ার ছিল।

সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার আগে আর্মস্ট্রং বাকি তিনজনকে খুন করতে পারেন না, কেননা সমুদ্রের ধারে ওঁর লাশটাকে টেনে আনার দাগ পাওয়া গেছে! সৈকতের ওপর পরিষ্কার দাগ পাওয়া গেছে। তাহলে আর্মস্ট্রংয়ের মারা যাওয়ার পরও ওই দ্বীপে কেউ-না-কেউ বেঁচে ছিল!

১১ই সকালবেলা আর্মস্ট্রং 'নিখোঁজ' হয়ে যান। তিনজন রয়ে যান— লম্বার্ড, ব্লোর আর ভেরা ক্লেথর্ন। লম্বার্ডকে রিভলবার দিয়ে গুলি করা হয়। ওঁর লাশটা আর্মস্ট্রংয়ের লাশের পাশেই সমুদ্রের ধারে পাওয়া যায়। ভেরাকে নিজের ঘরে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় আর ব্লোরকে বাড়িটার চত্বরে পাওয়া যায়। ব্লোরের মাথা একটা মার্বেলের ঘড়ি দিয়ে থেঁতলানো ছিল। ধরে নেওয়া যায় ঘড়িটা উপরের জানলা দিয়ে ওঁর মাথায় পড়ে।

এবার কেসটাকে আরও খুঁটিয়ে দেখা যাক। প্রথমে লম্বার্ড। ধরে নেওয়া যাক উনিই ব্লোরের ওপর ঘড়িটা ফেলেছেন— তারপর ভেরা ক্লেথর্নকে ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করে ফাঁসি দেন। শেষে উনি সমুদ্রতটে গিয়ে রিভলবার দিয়ে নিজেকে গুলি করেন... কিন্তু এক্ষেত্রে তাহলে ওঁর থেকে রিভলবারটা কে নিল? ভুললে চলবে না, রিভলবারটা আমরা ওয়ারগ্রেভের ঘরের বাইরে খুঁজে পেয়েছি!

আমি জানি আপনি কী বলবেন, স্যার। যে, ভেরা ক্লেথর্ন লম্বার্ডকে গুলি করে রিভলবারটা নিয়ে বাড়িটায় ফিরে আসেন, ব্লোরের মাথার ওপর ঘড়িটা ফেলে তারপর গলায় ফাঁস দেন। আমরা ওঁর ঘরে একটা চেয়ারে সামুদ্রিক শ্যাওলার দাগ পেয়েছি, এই একই দাগ ওঁর জুতোতেও পাওয়া গেছে। যার মানে দাঁড়ায়, উনি চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে গলায় ফাঁস লাগান, তারপর চেয়ারটা পা দিয়ে ঠেলা মেরে ফেলে দেন...
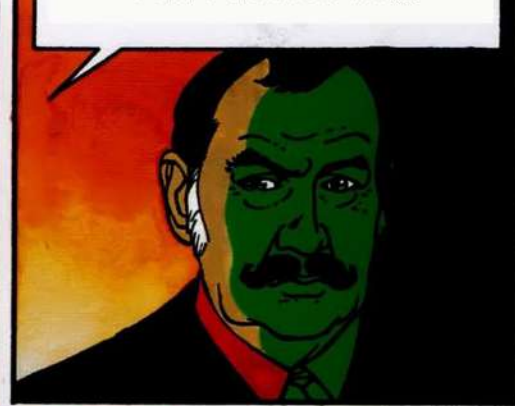
কিন্তু চেয়ারটা ওখানে পড়া অবস্থায় পাওয়া যায়নি। ভেরা মারা যাওয়ার পর কেউ চেয়ারটাকে তুলে দেওয়ালের ধারে রেখে দেয়! এখানে ব্লোরের কথাই মাথায় আসে। কিন্তু আপনি যদি আমায় বলেন যে, লম্বার্ডকে গুলি করা আর ভেরাকে গলায় ফাঁস লাগাতে প্ররোচিত করার পর উনি নিজেই নিজের মাথায় ওই মার্বেল ঘড়িটা দিয়ে আঘাত করেছেন, তাহলে আমি আপনার সাথে একমত হতে পারব না। ব্লোরের মতো লোকেরা ওরকম ভাবে আত্মহত্যা করে না।

অতএব, স্যার, ওই দ্বীপে নিশ্চয়ই অন্য একজন কেউ ছিল। এমন কেউ যে নিপুণ ভাবে এই ভয়ঙ্কর কান্ডগুলো ঘটিয়েছে। কিন্তু সে-লোক ছিল কোথায়— আর সে-লোক গেলই-বা কোথায়? স্টিকেলহেভেনের লোকেরা জোরের সাথে বলেছে উদ্ধারকারী বোট না-যাওয়া পর্যন্ত ওই দ্বীপ থেকে কারোরই শহরে ফিরে আসার কোনও সম্ভাবনাই নেই...

তাহলে কে ওঁদের খুন করল?

কয়েক বছর পর এমা জেন ফিশিং ট্রলারের ক্যাপ্টেন সমুদ্রে একটা বোতলের মধ্যে এক তাড়া কাগজ খুঁজে পান, যাতে লেখা ছিল...

ছোটবেলা থেকেই আমার মধ্যে এক অদ্ভুত কল্পনা কাজ করত। যখন রোমাঞ্চকর গল্পগুলো পড়তাম তখন মনে হতো আমিও একদিন গল্পের মতো একটা বোতলে করে গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র সমুদ্রের ঢেউয়ে ভাসিয়ে দেব... তাই আমি এখন সেই কাজটাই করছি। যাতে কোনও একদিন আমার এই লিখিত স্বীকারোক্তি সৈন্য দ্বীপের দশটি রহস্যময় খুনের ব্যাখ্যা দিতে পারে।
যুবা বয়সে পা দেওয়ার সাথে সাথেই আমি বুঝতে পারি আমার চরিত্রের মধ্যে বেশ একটা অসঙ্গতিপূর্ণ দিক আছে। মৃত্যু ব্যাপারটা আমার বরাবরই বেশ উপভোগ্য বস্তু বলে মনে হয়। কিন্তু একইসাথে সবসময়ই আমার দৃঢ় ভাবে মনে হয়েছে অপরাধীর শাস্তিও নির্মম হওয়া উচিত।
একজন বিচারপতি হিসেবে একজন নির্দোষ লোকের কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর ব্যাপারটা কখনওই আমায় আনন্দ দেয় না। আমি সবসময়ই নিশ্চিত করে এসেছি যে লোকগুলোকে আমি শাস্তি দিয়েছি তারা সবাই দোষী। যেমন এডওয়ার্ড সেটনের কেসটা। ও এক বৃদ্ধা মহিলার ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে তাঁকে নৃশংস ভাবে খুন করে।
এরপরেই আমি খুন করে পার পেয়ে যাওয়া অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার পরিকল্পনাটা করি। ছোটবেলায় শোনা বেশ পছন্দের একটা ছড়ার কথা মনে পড়ে যায় আমার— 'দশ ক্ষুদে সৈন্য'।
আমি আমার শিকারদের খোঁজ করতে শুরু করে দিই। এক নার্সের কাছ থেকে জানতে পারি ডক্টর আর্মস্ট্রং মদের নেশায় এক রোগীকে অপারেশন টেবিলে মেরে ফেলেছে। দু'জন অবসরপ্রাপ্ত আর্মি অফিসারের কথাবার্তা থেকে জেনারেল ম্যাকআর্থারের কীর্তির কথাটা জানতে পারি।
এরপর ফিলিপ লম্বার্ডের ব্যাপারে, তারপর রজার্সদের, তারপর এমিলি ব্রেন্ট আর মার্স্টনের 'দুর্ঘটনা'র কথা জানতে পারি। ব্লোরের ক্ষেত্রে আমি আগে থেকেই ল্যান্ডোরের কেসটার ব্যাপারে জানতাম।
শেষে আমি হুগো হ্যামিলটন নামের এক যুবকের কাছ থেকে ভেরা ক্লেথর্নের ব্যাপারটা জানি। যার ভাইপো উৎসাহের বশে সাঁতার কাটতে গিয়ে ডুবে মারা যায়। তো, আমার ন'জন শিকার জোগাড় হয়ে গেছিল— আমার আরও একজনের দরকার ছিল...

এর কিছু দিন পর আমার হার্লে স্ট্রিটের ডাক্তার জানায় আমার শরীরের অবস্থার অবনতি হচ্ছে, গতিক খুব একটা সুবিধের ঠেকছে না। তৎক্ষণাৎ আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিই বিছানায় পচে পচে মরার থেকে বেশ নাটকীয় ভাবে মৃত্যুকে বরণ করব; আমিই দশ নম্বর শিকার হব...! এরপর আমি সৈন্য দ্বীপ কিনি, আর কাল্পনিক মিস্টার ওয়েনের নামে এক বিশ্বাসযোগ্য প্রলোভনের ফাঁদ পাতি। কোথাও কোনও গলদ না রেখে আমার অতিথিদের খুন করার এক নির্ভুল পরিকল্পনা করি...

পরিকল্পনা অনুযায়ী মার্স্টন আর মিসেস রজার্স প্রথমে মরবে। মার্স্টনের গ্লাসে আর রজার্সের ওর স্ত্রীকে দেওয়া ব্র্যান্ডির মধ্যে সায়ানাইড মেশানো থাকবে। জেনারেল ম্যাকআর্থার আমার ওঁর পিছনে আসাটা টের পাননি, আর মৃত্যুযন্ত্রণাও টের পাননি। পরিকল্পনা সফল করার জন্য আমার একজন সঙ্গীর দরকার ছিল, যে ভূমিকাটা ডক্টর আর্মস্ট্রং পালন করবে...

আর্মস্ট্রংকে আমি আমার পরিকল্পনার কথাটা খুলে বলি। ও সাগ্রহে রাজি হয়ে যায়। ১০ই আগস্ট সকালবেলা রজার্সকে আমি কাঠ কাটার সময় খুন করি। খুনটা কে করল তা নিয়ে সবাই মাথা ঘামানোর সময় আমি লম্বার্ডের ঘর থেকে রিভলবারটা সরাই। প্রাতরাশের পর মিস ব্রেন্টকে সায়ানাইড দেওয়াটা আমার পক্ষে খুবই সহজ ছিল। ভীমরুলের ব্যাপারটা হয়তো একটু ছেলেমানুষি বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমি ছোটবেলার ছড়াটার মজা নিতে চেয়েছিলাম...

এরপরে আমি রিভলবারটা লুকিয়ে ফেলি, আর সাথে আনা পুরো সায়ানাইড কাজে লাগাই। পরিকল্পনা সফল করার জন্য আর্মস্ট্রংকে বলি আমাকেও নকল মৃত্যুর ভান করতে হবে। যাতে খুনিকে ফাঁদে ফেলাটা আরও বিশ্বাসযোগ্য হবে, মতলবটা আর্মস্ট্রংয়ের পছন্দ হয়। কপালের ওপর একটু লাল মাটি লেপা, বাথরুমের লাল পর্দাটা, আমার পুরনো পরচুলা আর মৃদু আলো—এতেই কাজ হয়ে যায়। সব কিছু বেশ সুন্দর ভাবে হচ্ছিল...

ডক্টর আর্মস্ট্রং তার ভূমিকা বেশ নিপুণ ভাবেই পালন করেছিল। আমার 'মৃতদেহ'টা আমার ঘরে নিয়ে আসার পর সবাই আমার কথা ভুলে যায়। এতে সবাই শুতে যাওয়ার আগে লম্বার্ডের ঘরে রিভলবারটা রেখে আসার সুযোগ পেয়ে যাই। আর্মস্ট্রংকে আগেই বলে রেখেছিলাম টিলার ধারে রাত দুটোর সময় দেখা করব। টিলায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার সময় আমি ওকে ধাক্কা মারি, ও টাল সামলাতে না পেরে নীচে পড়ে যায়...

তারপর এল সেই মুহূর্ত যেটার জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম— মৃত্যুভয়ে একে অপরকে সন্দেহ করা বেঁচে থাকা তিনজন... বাড়ির জানলা দিয়ে আমি ওদেরকে দেখছিলাম...

ব্লোরকে একা আসতে দেখে আমি জানলা থেকে ওর ওপর ঘড়িটা ফেলি। তারপর দেখি ভেরা লম্বার্ডকে গুলি করল। ঠিক তারপরেই আমি ভেরার ঘরে ফাঁসির ব্যবস্থাটা করি, আর আমার এই মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার ফলাফল দেখার জন্য অপেক্ষা করতে থাকি...

চাপা উত্তেজনা, পাপবোধ, মৃত্যুর এক সম্মোহনী অমোঘ টান— এগুলো কি ওকে আত্মহত্যার দিকে টেনে নিয়ে যাবে...? দেখলাম আমি ভুল ভাবিনি!

এবার নাটকের শেষ অঙ্ক। এই কাহিনি লেখা শেষ করার পর এই কাগজগুলো আমি একটা মুখ আঁটা বোতলে করে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেব। কেন? আমার উদ্দেশ্য ছিল এমন এক জটিল মৃত্যু রহস্যের সৃষ্টি করা যার সমাধান কেউ করতে পারবে না। কিন্তু কোনও শিল্পীই তার সৃষ্টিকে একা উপভোগ করে সন্তুষ্ট হয় না। প্রত্যেক শিল্পীই স্বীকৃতির কামনা করে...

এমনকী এই স্বীকারোক্তি লেখার সময়ও আমি মনে মনে চাইছি সৈন্য দ্বীপের রহস্য যেন রহস্যই থেকে যায়। কিন্তু পুলিশ জানে এডওয়ার্ড সেটন অপরাধী ছিল, আর তাই হয়তো একটা সমাধানের রাস্তা...

দ্বীপের এই দশজনের একজনও যদি কোনও দিক দিয়েই খুনি না-হয়ে থাকে, তাহলে বিচারে প্রাণ ভিক্ষা চাওয়া এই নির্দোষ লোকটিই যুক্তিসম্মত ভাবে খুনি সাব্যস্ত হবে।

আমার মৃত্যুর ধরন আমার কপালে একটা চিহ্ন রেখে যাবে। খুনির কপালে তেমনই কলঙ্কের দাগ থাকে— এ এক খুনির অভিশাপ!

আরও একটু বাকি আছে। বোতলে কাগজগুলো পুরে সমুদ্রের ঢেউয়ে ভাসিয়ে দেওয়ার পর আমি আমার ঘরের বিছানায় গিয়ে শোব...
আমার চশমার ইলাস্টিকের কালো দড়িটা দরজার হাতলে আলগা করে জড়াব...
দড়ির অন্য দিকটা রিভলবারে আলগা করে বাঁধব, হাতে একটা রুমাল নিয়ে রিভলবারটা ধরব...
ঘোড়া টেপার পর আমার হাত পাশে ঢলে পড়বে...
দুম
আর রিভলবারটা ইলাস্টিকের টানে দরজার পাশে মেঝের ওপর পড়বে...
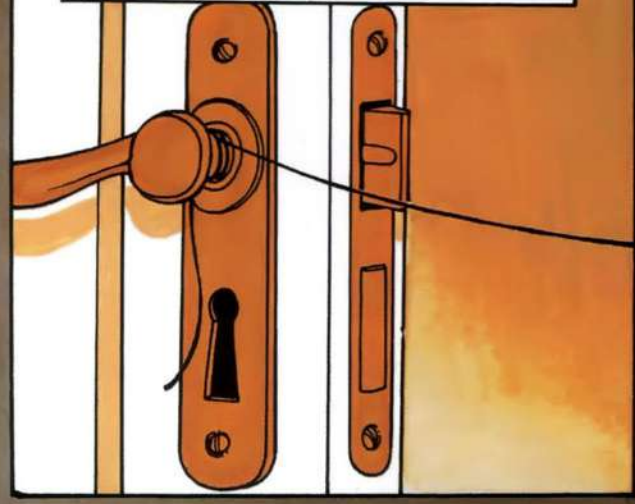
বিছানার ওপর আমার মৃতদেহটা পরে আবিষ্কার হবে, যেখানে গতকাল আমায় রেখে যাওয়া হয়েছিল।
আমাদের মৃতদেহগুলো খুঁজে পাওয়ার সময় কেউই সঠিক ভাবে বলতে পারবে না শেষে কে মারা গেছে।
সৈন্য দ্বীপে শুধু দশটা মৃতদেহ আর এক দুর্ভেদ্য রহস্য খুঁজে পাওয়া যাবে...
সমাপ্ত